যুগান্তর

30 MAR 2008

অপসারিত ভিসি মুসলেহউদ্দিন লুট করেছেন ১৯ লাখ টাকার মালামাল

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনের মালামাল লুটের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অপসারিত ভিসি মুসলেহউদ্দিনসহ তার সহযোগীরা ভিসি ভবনের সাড়ে ১৯ লাখ টাকার মালামাল লুট করেছে বলে প্রমাণ মিলেছে। ২০০৬ সালের ১৪ মে ছাত্র বিক্ষোভ ইস্যুতে ভিসি ভবনে অগ্নিসংযোগ-ভাংচুরের তোলপাড় করা ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি সম্প্রতি শাবি প্রশাসনকে জমা দেয়া তদন্ত রিপোর্টে এসব তথ্য প্রদান করে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে সাবেক ভিসিসহ তার দুই সহযোগীকে। ওই মালামালগুলো ভিসি মুসলেহউদ্দিনের কাছ থেকে ফেরত আনা বা মূল্য আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ২০০৬ সালের ১৪ মে ছাত্র বিক্ষোভের সময় ভিসি ভবনে অগ্নিসংযোগ-ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে ভিসি মুসলেহউদ্দিন পদত্যাগ করেন। ওইদিন রাতেই ভিসি দুটি ট্রাক ও দুটি মাইক্রোবাসযোগে ভিসি ভবন থেকে ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৮৮২ টাকা মূল্যমানের বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র মালামাল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শাবির ভিসি ভবন সমাচার

মালামাল : লুট করেছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরিয়ে নেন। এ সময় তার অন্যতম সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জয়নাল ইসলাম চৌধুরী ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা এজেডএম তাসরিনুল হাসান তাকে মালামাল লুটপাটে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে। এ ঘটনার পর বাসভবনের মালামাল খতিয়ে দেখতে একাধিকবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও একটিও আদোর মুখ দেখেনি। অবশেষে ২০০৬ সালের ১৪ নভেম্বর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ছাদিকুর রহমান চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক আনম জয়নাল আবেদীন, প্রধান প্রকৌশলী আল নাসির খালেদ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নাজমুল আসহাব, উপ-রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন। ওই কমিটি মোট ১২টি সভায় মিলিত হয়ে ভিসির বাসভবনে যেসব সামগ্রী ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল তার তালিকা দেয়ার জন্য ১৩টি দফতরে চিঠি দেয়। কিন্তু এই দফতরগুলো সময়মতো সঠিকভাবে তথ্য না দেয়ায় তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটে। পরে তদন্ত কমিটি নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন সময় সরেজমিন পরিদর্শন এবং পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। ফলে দীর্ঘ ১৬ মাস তদন্ত শেষে সম্প্রতি শাবি প্রশাসনে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়।

তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মালামাল লুটপাটের সময় ভিসিকে বিভিন্ন দফতরের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সাহায্য করেছেন। তদন্ত কমিটি প্রত্যক্ষদর্শী ২১ জনের মধ্যে ১৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। তারা সবাই ওইদিন রাতে মুসলেহউদ্দিনের মালামাল লুটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তদন্ত কমিটির কাছে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা বলেন, ঘটনার দিন রাতে ভিসি দুটি ট্রাক ও দুটি মাইক্রোবাসযোগে ১৯ লাখ ৪৮ হাজার টাকার মালামাল লুট করেন। একটি ট্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাইভার আতাউর রহমানের অন্যটি আখালিয়া ঘাটের জনৈক ব্যক্তির বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। মালামালগুলো ট্রাকে তোলা এবং মালামাল লুটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ভিসির পিএস আবুল কালাম। মাইক্রোবাস দুটি ভিসি মুসলেহউদ্দিনের এক আত্মীয় নিয়ে আসে। ট্রাকে পরিবীক্ষণ শিক্ষা দফতর থেকে ভিসি ভবনে প্রদান করা অত্যন্ত ভারি ফকিং মেশিনটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের অফিস পিয়ন খলিলুর রহমানসহ অনেকে তুলে দিয়েছেন। চীনা মাটির বাসনকোসন ভিসি ভবনের আয়া, বাবুর্চিসহ অনেকে প্যাকিং করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়াও ভিসির অন্যতম সহযোগী জামায়াতি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইউনুছ আলী লুট করে নিয়ে যাওয়া মালামালের সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত গমন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুসলেহউদ্দিন শাবিতে ভিসি হিসেবে যোগদান করে বাসভবনে কোন আসবাবপত্র, মালামাল নিয়ে এসেছেন বলে কেন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।